ISSN 2454-8839

শারদীয় ১৪২২

# কথা সোপান

# কথা সোপান

প্রথম বর্ষ।। দ্বিতীয় সংখ্যা।। শারদীয় ১৪২২।। সেপ্টেম্বর ২০১৫

উপদেশক মণ্ডলী
অশ্রুকুমার সিকদার  মনোজ মিত্র  তপোধীর ভট্টাচার্য  আশিস খাস্তগীর
সুখবিলাস বর্মা  অনিতা অগ্নিহোত্রী  সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
অমর মিত্র

কর্মাধ্যক্ষ
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
হোয়াইট পেপার

অলংকরণ
শুভশ্রী দাস

অক্ষর বিন্যাস
শালিনী ডটস্
১৯/এইচ/এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ জগদীশনাথ রায় লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

বাইন্ডার
জে.বি. এন্টারপ্রাইজ
১২সি বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৬

দাম : ২০০ টাকা

সডাক : ২৫০ টাকা

কার্যালয়—সোপান—২০৬, বিধান সরণি। কলকাতা-৭০০ ০০৬ দূরভাষ : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮
Email : publisopan@gmail.com

সকল গুণী লেখক, কবি, শিল্পী ও পাঠকদের শারদীয়ার প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও সম্মান জানাই—

# ন ব প ল্ল ব

## সা হি ত্য প ত্র


সম্পাদকীয় দপ্তর :

মীনা সাহা

এইচ. বি. কে. লেন

ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদিয়া

পিন : ৭৪১১০৩


## সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য়

প্র ব ন্ধ

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর □ গৌরী ঘোষ / ৩

বাংলা পার্টিশন সাহিত্য ও সাম্প্রতিকতা :
নতুন প্রস্তাবের সপক্ষে □ মননকুমার মণ্ডল / ৪৯

প্রসঙ্গ ত্রিপুরা : সতীমেধ ও একটি পরিভ্রমণ কাহিনি □ সুতপা দাস / ৬৯

বাংলা সারস্বতচর্চার ইতিহাসে চার বিস্মৃত জনপদ □ অভিষেক অধিকারী / ৭৮

বাউল ও বর্ণবৈষম্য □ আদিত্য মুখোপাধ্যায় / ৯১

বি শে ষ র চ না

মহানদী উপন্যাস—সলতে পাকানোর কাহিনি □ অনিতা অগ্নিহোত্রী / ৯৯

ট্যাংগা পুড়পুড়ির পূবালী বাড়ি □ সামরান হুদা / ১০৪

জন্মমাটির গন্ধ □ শ্রাবন্তী মজুমদার / ১১৫

নবীন কবির কণ্ঠস্বর : শব্দের পবিত্র গমন □ জুবিন ঘোষ / ১২৬

বি ত র্ক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমানা : খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী □ সুব্রতকুমার দাস / ১৩২

বাংলা সাহিত্যের সীমানা—খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী :
কিছু প্রশ্ন, কিছু প্রস্তাব □ বিশ্বজিৎ পাণ্ডা / ১৩৮

ক বি তা / ১৪৫-১৬০

শ্যামলকান্তি দাশ ○ নিত্য মালাকার ○ প্রবালকুমার বসু ○ রামচন্দ্র প্রামাণিক ○ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ○ অলোক সেন ○ জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় ○ শুভদীপ মৈত্র ○ তানিয়া চক্রবর্তী ○ অঞ্জন আচার্য ○ দোলনচাঁপা চক্রবর্তী ○ শ্রাবন্তী মজুমদার ○ শুভেন্দু দেবনাথ ○ সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ○ বর্ণশ্রী বকসী ○ ঊষসী ভট্টাচার্য ○ দীপক মণ্ডল ○ অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী ○ সুদেষ্ণা মৈত্র ○ সৈয়দ নৌসাদ আলী ○ মনোজ দে নিয়োগী ○ ফিরদৌসী আলম ○ মীনা সাহা ○ অপূর্ব দাশ ○ সব্যসাচী চন্দ ○ সুস্মিতা জোয়াদ্দার ○ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ ল্প

দেড় দু-হাজার মাইল... □ ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় / ১৬৩

কমরেড □ নলিনী বেরা / ১৭০
জন্মদিনের কেক □ জয়ন্ত দে / ১৭৭
ঘোড়া রক্তনের অশ্ব □ কুলদা রায় / ১৮৪
বাঘাচাঁদের প্রতিষ্ঠা পর্ব □ অনিল ঘোষ / ২০০
কুরবানি □ শামিম আহমেদ / ২০৫
ক্যানসার □ স্বকৃত নোমান / ২১১
কুতুবুলের হাতিমতাই □ সাদিক হোসেন / ২১৭
রাজবাদ্য □ পার্থ দে / ২২৪
কেন্দ্রবিন্দু □ বিশ্বদীপ চক্রবর্তী / ২৩১
বনসাই □ শমীক ঘোষ / ২৩৭
কনট্যাক্ট লিস্ট □ স্বাতী গুহ / ২৪৩
উহাদের কথা □ ঝুমুর পাণ্ডে / ২৪৮
শত্রু সম্পত্তি অথবা অর্পিত সম্পত্তি □ ইকবাল তাজওলী / ২৫৪
অমরবাবুর যন্ত্রণা □ উমাদাস ভট্টাচার্য / ২৫৭
মহালয়ার ভোর □ উপেন্দ্রনাথ বর্মন / ২৬১

ক্রোড়পত্র - ১ : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় / ২৬৫-৩২৩

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা / ২৬৭
বাপ্পা ঘোষ / ৩০৬
স্বস্তি মণ্ডল / ৩১২
অমর মিত্র / ৩১৯

ক্রোড়পত্র - ২ : মনোজ মিত্র / ৩২৫-৪০২

হাসান আজিজুল হক □ শ্যামল ঘোষ □ হরিমাধব মুখোপাধ্যায় □ ব্রাত্য বসু □ মেঘনাদ ভট্টাচার্য □ কৌশিক সেন □ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় □ সীমা মুখোপাধ্যায় □ প্রতিভা অগ্রবাল □ রাজিন্দর নাথ □ শ্রাবন্তী মজুমদার □ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় : নীলা বন্দ্যোপাধ্যায় □ শুভঙ্কর দে □ চিত্রা সেন □ নীলা বন্দ্যোপাধ্যায় □ রুশতী সেন

বইয়ের কথা

রবিন পাল / ৪০৫
অনির্বাণ রায় / ৪১০
সুরঞ্জন মিদ্দে / ৪১৩

# সম্পাদকীয়

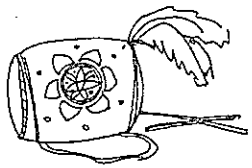

সম্পাদক সম্পাদনা দেখেছে এতটা বয়স পর্যন্ত। বিমল কর, দীপেন্দ্রনাথ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়দের মতো বড় লেখক সম্পাদনা করছেন, তা দেখেছে এই সম্পাদক। "হ্যাঁ সম্পাদক", "না সম্পাদক" দুইই দেখেছে এই সম্পাদক। সে তখন লেখক। সে যখন সম্পাদক, "হ্যাঁ সম্পাদক" হয়ে উঠতে চাইছে, পারছে না। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই। তার চিহ্ন কথা সোপানের এই উৎসব সংখ্যায়।

কথা সোপানের জন্ম গল্প আর আড্ডার ভিতর থেকে। গত বছর, ২০১৪য় উৎসবের সময় এই পত্রিকার প্রস্তুতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অনেক নবীন ও প্রবীণ লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে। প্রথম সংখ্যায় গাব্রিয়েল গারসিয়া মারকেজকে নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র নির্মাণ করেছিলেন তরুণ কবি শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছিলেন তরুণ অনুসন্ধিৎসু লেখকরা। দ্বিতীয় সংখ্যা, গত বৈশাখে নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র এবং তাঁকে নিবেদন করা হয়েছিল ১৬টি বাংলা ছোটগল্প। এই সময়ের নবীন ও প্রবীণ লেখকরা লিখেছিলেন। কথা সোপান পুস্তক সমালোচনার একটা পরিসর তৈরি করতে চাইছে তার প্রস্তুতি সংখ্যা থেকে, বাংলা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক রচনার একটি প্রকৃত সমালোচনার জায়গা তৈরি করতে চেয়েছে 'কথা সোপান' তার সূচনা থেকে। গত দুই সংখ্যায় তা ছিল। এই উৎসব সংখ্যায় তা থাকেনি, সমালোচনা আমরা যথা সময়ে হাতে পাইনি, তাই। কিন্তু যে দুটি ক্রোড়পত্র নির্মাণ করা হয়েছে এই সংখ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্রকে নিয়ে, তার ভিতরেও সমালোচনা রয়েছে তিনটি গ্রন্থের। তা ব্যতীত যে তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা করা হয়েছে, সেই তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ। শ্যামল বাংলা সাহিত্যের জরুরি লেখক। এই মহৎ লেখকের প্রয়াণ হয়েছে বছর পনের আগে। তখন তিনি সক্রিয় ছিলেন তাঁর সৃজন কর্মে। এই ক্রোড়পত্রে শ্যামলের অচেনাসুন্দর লেখা নিয়ে কিছু কথা বলা হলো। সেই কারণে ক্রোড়পত্রটি আলাদা। আমাদের সাধ ছিল আরো, কিন্তু লেখা না পাওয়ায় এইটুকুতে থামতে হয়েছে আপাতত। ভবিষ্যতে আমরা শ্যামলকে নিয়ে আবার ভাবব কেন না তিনি নতুন ভাবনার উদ্রেক করেই যান তাঁর সৃষ্টি কর্মে।

বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পরিষদে তাঁর সম্মানে মুস্তফী-স্বর্ণপদক প্রবর্তিত হয়।

৬৮। ১৯১৭-র এপ্রিলে প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখেছেন, "প্রমথ, অর্জুনের একটা সময় এসেছিল যখন সে নিজের গাণ্ডীব নিজে আর তুলতে পারেনি। আমার কি গাণ্ডীবের কারবার ছেড়ে দেবার দিন আসবে না মনে করচ? মাঝে মাঝে নোটিস পাই, বুঝতে পারি মানে মানে আসর ছেড়ে দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। কিছুদিন থেকে আমার কানের মধ্যে কি একটা উৎপাত হয়েচে তাতে যে কেবল শোনা কমচে তা নয় মগজের মধ্যে জড়তা এসচে—কিছুতে লিখতে পড়তে গা লাগচে না।—"

৬৯। 'নগ্ন মূর্তি মরণের'—পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যের 'মৃত্যুর পরে' কবিতার অংশ।

৭০। ১৯১৯-এর ১৫ জানুয়ারি সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে কবি ব্যাঙ্গালোরের নাট্যনিকেতনের আমন্ত্রণে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যান। ব্যাঙ্গালোরে এবং মহীশূরে তিনি ভারতের লোকধর্ম (Folk Religions) শিক্ষা (Education) এবং বনবাণী (The message of the Forest) প্রভৃতির উপর বক্তৃতা দেন।

৭১। অমল হোম, পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং পৃ. ৬৯-৭১।

৭২। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অ্যালবাম পুনশ্চ, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৪।

৭৩। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২১৩।

রচনাপঞ্জী :

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, ১ম-৪র্থ খণ্ড।
২। প্রশান্তকুমার পাল—রবিজীবনী, ১ম-৯ম খণ্ড।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—চিঠিপত্র ১৩শ, ১৫শ খণ্ড।
৪। রবীন্দ্ররচনাবলী—১০ম, ১৬শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।
৫। আশুতোষ বাজপেয়ী—রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা, ২০০৬।
৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড।
৭। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস, ১ম পর্ব, মদনমোহন কুমার।
৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত—পরিষৎ পরিচয়, ১৩৫৬।
৯। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য—পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর।
১০। অমল হোম—পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, ২য় সং।
১১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অ্যালবাম পুনশ্চ, ১৯৮৯।
১২। তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—বাঙালির রামেন্দ্রসুন্দর চর্চা, ১৪১৮।
১৩। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ, ২০০৭।

# বাংলা পার্টিশন সাহিত্য ও সাম্প্রতিকতা : নতুন প্রস্তাবের সপক্ষে

মননকুমার মণ্ডল

ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা করুণ ট্র্যাজেডির এক্সোডাস দেশভাগ। এই দেশবিভাজনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের বহু স্তর আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ বিশ্লেষণের সঙ্গে সেইসব ঘটনাপ্রবাহ বহুবিধ ব্যাখ্যার বয়ানে সংকলিত হয়েছে। মহাফেজখানার দলিল এবং গৌণ উৎসের পর্যাপ্ত তথ্যের পরেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যাবে যে, দেশভাগের কোনো সামাজিক ইতিহাস নেই। স্মৃতি, সাহিত্য, বর্ণনীয় আখ্যান এসবেই রয়ে যাচ্ছে সেই সামাজিক ইতিহাসের কানা-আকাড়া বাস্তব।

অন্য দলিলের খোঁজে :

স্বাধীনতা-দেশভাগের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে ভারতবর্ষের সমাজবিজ্ঞান চর্চায় রাজনৈতিক ঘটনা পারম্পর্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমরা দেখেছি যাকে ইংরেজিতে 'হ্যাই পলিটিক্স' বলে ; আর সাম্প্রতিক অতীতে দেখেছি 'সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ'-এর নামে উপমহাদেশের বৈচিত্র্যময় সমাজজীবনের ম্যাক্রো আলোচনার পরিসর তৈরির পশ্চিমী প্রচেষ্টা। দীর্ঘ কলোনির মায়াজাল ছিন্ন করার সচেতন অভিপ্রায় নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে যে বীর্যবত্তা, তার শোচনীয় পরাভব ঘটেছিল দেশভাগের মধ্যে। পরাজয় ছিল রাজনৈতিক—সংগঠিত সংগ্রামের বহুধাবিচ্ছিন্নতার আত্ম-চূর্ণকের মধ্যে; কিন্তু কেমনভাবে মাত্র দশ বছরের ক্ষমতাকেন্দ্রের রাজনৈতিক ডিসকোর্স আপামর ভারতবাসীর অখণ্ড ভারতীয়ত্বের স্বল্প কল্পনাকে অলীক করে দিতে পারে? দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকে উপর্যুপরি দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু স্রোত তো শুধুমাত্র ভারতবাসীর ধর্মীয় পরিচিতির বহিরঙ্গের তামাশা? কেমনভাবে তা দিয়ে দীর্ঘ সময়ের শান্তিপূর্ণ সহবাসের ইতিকথাকে ভ্রান্ত করে দেওয়া যায়? সামাজিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচিতির দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই সাতচল্লিশ পরবর্তী বাঙালি ও ভারতীয় মানসের পরিচিতি সন্ধান করা দরকার। মুশিরুল হাসান যখন সাহিত্য ও সামাজিকতার মধ্যে থেকে 'ইণ্ডিয়া পার্টিশনের' ভিন্নতর বয়ান অনুসন্ধান করেন তখন তিনি তাকে 'আদার ফেস অব ফ্রিডম'[i] বলেন। এই অনুসন্ধান তো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নের আত্মিক খোঁজ। সাহিত্যের বয়ানে তিনি লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান করেন যা একাধারে মানবিক